০৮-০৭-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন বাবার দৃষ্টির দ্বারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হয়, সব কিছুর ঊর্ধ্বে যাওয়া অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হওয়া।

প্রশ্নঃ - সব সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত হও.....এই নির্দেশকে কে কার্যে পরিণতি দিতে পারে ?

উত্তর : - যার বুদ্ধিতে এইম অবজেক্ট পরিস্কার । তোমাদের এইম অবজেক্ট হল মুক্তিধামে যেতে হবে । তার জন্য শরীরের থেকেও বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিতে হবে । টকি, মুভি-রও উর্ধ্বে গিয়ে সাইলেন্সের অভ্যাস করো, কেননা তোমাকে সাইলেন্স বা নির্বাণে যেতে হবে ।

গীত: - পতঙ্গ পড়ুকই না বহ্নি অনলে...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে আমরা কার চোখের সামনে বসে আছি। তোমরা তোমাদের পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মার চোখের সামনে বসে আছি । তোমরা জান যে এই বাবার সামনে দৃষ্টির সীমায় এলে আমরা ২১ জন্ম স্বর্গের উত্তরাধিকার লাভ করি ।কখনো কোনো সাধু সন্তের কাছে গেলে, বলা হয় যে তিনি তো তার দৃষ্টি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেন ।কিন্তু প্রকৃত অর্থে দৃষ্টি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেওয়ার কি, তা তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না । দৃষ্টির সামনে তো এখন তোমরা বসে আছ। বাবার চোখের সামনে বাচ্চারা আর বাচ্চাদের চোখের সামনে বাবা রয়েছেন । বাচ্চারা দৃষ্টির দ্বারা পরিপূর্ণ করেন অর্থাৎ (সব কিছুর ঊর্ধ্বে তিনি নিয়ে যান বাচ্চাদের। বাবার থেকেই উত্তরাধিকার লাভ হয় । তোমরা হলে বেহদের সন্তান । তোমরা বাবার সামনে বসে আছ। বরাবর তোমরা দুটি শব্দ শুনছ । আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো, তবে তুমি সকল কিছুর ঊর্ধ্বে চলে যাবে অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে । বরাবর সেকেন্ডে দৃষ্টির দ্বারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দিয়ে দেন । তিনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা । তিনি জানেন যে এরা আমার সন্তান হয়েছে, যাদের পাক্কা নিশ্চয় রয়েছে যে আমরা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । তারা অবশ্যই স্বর্গের মালিক হবে । বাবার দৃষ্টির দ্বারা সব কিছুর ঊর্ধ্বেও যে হবে, স্বর্গের মালিকও হতে হবে ।স্বর্গেই রয়েছে বাদশাহী ।এখানে সবাই হল স্বর্গের মালিক অর্থাৎ নরকের অধিবাসী ।তাতেও আবার নম্বর অনুযায়ী পদ রয়েছে । যদিও এখন কোনো রাজত্ব নেই - তবুও তো তাদের মনের মধ্যে রয়েছে যে আমরা জয়পুরের মালিক ছিলাম । লেখেও - মহারাজা অফ জয়পুর, মহারাজা অফ পাটিয়ালা.... বলে তো থাকে! তারা তার মধ্যেই বেঁচে আছে, তাদের বংশধরেরাও । এখন তারা প্রজাদের মধ্যে গণ্য হয় ।তোমরা জানো যে আমরা শ্রীমতের দ্বারা আবার দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করছি ।বাবা আমাদের বুঝিয়েছেন যে এই ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি ছিল এখন পতিত হয়ে পড়েছে ।তোমরা এখন তৃতীয় নয়ন লাভ করেছ।আত্মা জানে যে এখন আমরা একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাকেই স্মরণ করি আর ওঁনার থেকেই উত্তরাধিকার লাভ হয় । ভগবানুবাচও রয়েছে - "আমাকে স্মরণ করো আর অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করো। নিজের শরীরের সঙ্গও ত্যাগ করো, অশরীরী হও ।প্রথমে তো তুমি অশরীরীই এসেছিলে ।আত্মারা অশরীরী হয়। মূলবতনে অশরীরী হওয়ার কারণে কোনো আওয়াজ বা শব্দ থাকে না সেখানে ।সেইজন্য সেটাকে নির্বাণধাম বলা হয় । সূক্ষ্ম বতনে মুভি হয় (ইশারার মাধ্যমে কথাবার্তা হয়। আর মনুষ্য লোকে

টকি অর্থাৎ বাক্ চিত্র) । টকি, মুভি আর সাইলেন্স । প্রথম দিকে নির্বাক চিত্রও ছিল, এখন টকি (সবাক্ চিত্র) হয়ে গেছে । বাচ্চারা তোমাদের এখন সাইলেন্স শেখানো হয়ে থাকে ।তোমরা এখন তোমাদের স্বধর্মে স্থির হয়ে যাও আর তোমার প্রকৃত ঘরকে স্মরণ করো । কথা বন্ধ করো, ভ্যান ভ্যান করাও বন্ধ করো । মনে মনে রাম - রাম বলতে থাকে । বাবা বলেন, বাচ্চারা এখন সে সবও ছাড়ো ।তোমাকে এখন বাণীর ঊর্ধ্বে যেতে হবে । এখানে থেকেও টকি এবং মুভির ঊর্ধ্বে যেতে হবে । এই এইম অবজেক্ট বুদ্ধিতে ক্লিয়ার রয়েছে যে আমাদের মুক্তিধামে যেতে হবে । বাবা মুক্তি - জীবনমুক্তি প্রদান করেন । প্রথমে আত্মারা সবাই সাইলেন্সে যায়, তারপর প্রত্যেককে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করতে নীচে আসতে হয় । দৈবী দেবতা ধর্মের যারা, তাদের আলাদা ভূমিকা, ইসলামী, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আলাদা ভূমিকা । এই সব কথা বাচ্চারা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে । বাবার কাছে এখন এই সকল নলেজ রয়েছে, তাইতো তিনি তোমাদের সেসব শোনাচ্ছেন আর নিজ সম তৈরি করছেন ।তারপর তোমরা আবার অন্যদের তোমাদের মতো তৈরি কর। জ্ঞানী আর যোগী বানাও ।আমার কাছে যে নলেজ আছে, সেটাই আমি তোমাকে দিচ্ছি। আত্মা-ই সেটা গ্রহণ করে ।নম্বর ভিত্তিক পুরুষার্থ অনুযায়ী নলেজফুল হয়ে ওঠে । কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণ নলেজফুল হয়ে যায় । কেউ কম পুরুষার্থ করে বলে তেমন নলেজফুল হতে পারে না। এইম অবজেক্ট তো এটাই - লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়া । এখন তোমরা নলেজফুল হয়ে থাকো । এখন তোমরা জানতে পার যে আমরা কোথা থেকে আসি । আমাদের কোথায় যেতে হবে ? এই (সৃষ্টি) চক্র কীভাবে পরিক্রমণ করে ? এতেই সব কিছুই চলে আসে । যেমন বীজ থেকে গাছ বের হয়, সেটা অনেক বছর বাঁচে, তারপর সেটা জরাজীর্ণ হয়ে যায় । আমাদের কাছেও একটা গাছ (মনুষ্য সৃষ্টির কল্প বৃক্ষ) ছিল, সেটা একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে বলে কাটতে হল। বটগাছটির মতো (শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের শতাধিক প্রাচীন বটগাছটি) । এখানেও ভ্যারাইটি ধর্মের লোকেদের ঝার (বৃক্ষ) দেখানো হয়েছে ।পরপর সব আসতে থাকে । প্রথম যে পাতাটি বের হয়, সেটা খুব সুন্দর দেখায়, কেননা তা সতোপ্রধান হয় । তারপর রজ তমো হয়ে যায় । আধা কল্প তোমরা রাজত্ব করে থাক, তারপর ধীরে ধীরে তোমরা নীচে নামতে থাক । অবরোহণ আর উত্তরণ কলা হয়ে থাকে । সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হতে কিছু তো সময় লাগে ।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, "আমিই সঙ্গমে এসে দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করি" । সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী ঘরানা (রাজবংশ) এখনই স্থাপিত হয়, যারা নতুন দুনিয়া অমরলোকে এসে নিজেদের রাজ্য ভোগ করে । একেই বলা হয় সঙ্গমযুগ ।আর কেউ নয়, কেবলমাত্র "বাবা-ই" সঙ্গমে আসেন । এই কথাটা কোনো শাস্ত্রেই লেখা নেই যে আমি পুনরায় কখন আসি । এটা কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয় ।কল্প কল্পে এই পার্ট চলে । পুরো (সৃষ্টি) বৃক্ষ পুরানো হয়ে যায়, তারপর সঙ্গমে তার ফাউন্ডেশন লাগছে ।এটা হল পতিত দুনিয়া। সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া ।গেয়েও থাকে, আমাদেরকে, পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে এসো । এখন সবাই পবিত্র হচ্ছে । এরপর যখন আসবে (সত্যযুগে) তখন পবিত্রই হবে ।কিন্তু সবাই তো একসাথে আসবে না । বাবা কত সুন্দর করে বোঝান । এখন এই প্রিন্সিপাল বসে যখন রয়েছেন, তাহলে এই নলেজ সবাইকে দেওয়া উচিত ।তবে তো সবাই জানতে পারবে যে, ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কেমন এবং কীভাবে তা রিপিট হয় ? এটা কারো জানা নেই যে, "গড ইজ ওয়ান" (ঈশ্বর এক) । আর কেউ ক্রিয়েটর হতে পারে না । আর না উপরে কোনো দুনিয়া আছে (লোকে ভাবে স্বর্গ উপরে), না নীচে (পাতালে নরক আছে ভাবে) । এই যে বলা হয় আকাশ আর পাতাল - এ সবই হল আজগুবি কথা । মনে করে নক্ষত্রলোকের

উপরেও বুঝি দুনিয়া আছে । কিন্তু সেখানে কারো কোনো রাজধানী নেই । বাবা এই প্রিন্সিপাল বাচ্চাকেও বোঝান যে, ভালো স্টুডেন্ট যারা, তাদেরকে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বোঝাও । গভর্নমেন্টকেও এপ্রোচ করো। বড় বড় অফিসারদেরকে বোঝাও । কিন্তু খুবই যুক্তির সাহায্যে বোঝাতে হবে যে সত্যযুগে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের রাজধানী ছিল ।তারা কীভাবে সেই রাজত্ব লাভ করেছিল ? শাস্ত্রে তো দেখিয়েছে দেবতা এবং দৈত্যদের লড়াই হয়েছিল, তারপর দেবতারা বিজয় লাভ করে । মহাভারতের একটিই লড়াই হয় । তারপর আর কোনো লড়াই হয়নি । বাবা বলেন – স্কুল গুলিতে গিয়েও এই নলেজ দাও ।যে কোনো ইনভেনশান (আবিষ্কার) যখন হয়, তখন সবার আগে রাজাকে দেখানো হয়, তারপর তার দ্বারাই সব জায়গায় ছড়িয়ে যায় । আত্মা সৃষ্টি চক্রের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান লাভ করে।যার দ্বারাই ২১ জন্মের জন্য চক্রবর্তী রাজা হয়ে যায় । তোমাদের মধ্যেও এমন অনেকে আছে যারা বেশী পড়াশোনা করেনি । বাবা বলেন, সেটাই ভালো ।

অনেক শিক্ষিত মানুষও ছিল, কিন্তু এই পরীক্ষা পাশ করতে পারেনি ।এটা তো সেকেন্ডের ব্যাপার ।সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল । ত্রেতায় রাম-সীতার রাজত্ব শুরু হয়, আধা কল্প পরে ভক্তিমার্গ শুরু হয় – তারপরই হোঁচট খেতে শুরু করে । মানুষ বলেও – ও গড ফাদার ! তবে নিশ্চয়ই গডের কাছ থেকে হেভেনের উত্তরাধিকার লাভ হওয়া উচিত । মানুষের মৃত্যু হলে জিজ্ঞাসা করা হয় – কোথায় গেছে ? বলে স্বর্গে গেছে । তারা মনে করে আকাশে স্বর্গ রয়েছে । কতখানি অবুঝ হয়ে গেছে মানুষ । এটা তো হলই কাঁটার জঙ্গল। ভারতই হল ফুলের বাগিচা । এখন তো ফুলে পরিণত হচ্ছ।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান – "কাউকে কখনো দুঃখ দেবে না । দুঃখ দিলে দুঃখী হয়ে মরতে হবে । উঁচু পদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে" । তোমরা জান যে, আমরা বাবার কাছে এসেছি চিরকালের জন্য সুখের উত্তরাধিকার লাভ করতে । তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ। প্রসিদ্ধি আছে যে, ব্রাহ্মণের স্থান সব চেয়ে উঁচুতে । ব্রাহ্মণদের চিহ্ন হল শিখা (টিকি) । আচ্ছা, ব্রহ্মার পিতা কে? তিনি হলেন নিরাকার শিব। শিববাবা। আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সাকার । এখন শিববাবার চিহ্ন কি রাখা যায়? পরমপিতা পরমাত্মা তো হলেন স্টার, কিন্তু সেটা না জানার কারণে লিঙ্গ দেয় । বিন্দুর পূজা কীভাবে করবে? রুদ্র পূজাও হয়ে থাকে । রুদ্র শিবকে বড় করে বানায় আর শালগ্রাম ছোট ছোট বানায় । বলাও হয় ভ্রুকূটির মাঝখানে স্টার রয়েছে ।আত্মার সাক্ষাৎকারও হয় । যেমন আকাশে যখন তারা খসে পড়ে, তখন সারা আকাশ সাদা হয়ে যায়, তেমনি আত্মাও হল বিন্দু ।আত্মা এসে এত বড় শরীরে প্রবেশ করে কত কাজ করে । আত্মা এত ছোট যে যখন শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, তখন শরীর আর কোনো কাজই করতে পারে না ।তখন বলা হয় ।মারা গেছে । একটি শরীর ত্যাগ করে অন্য একটি শরীর ধারণ করে নিজ ভূমিকা পালন করে। এতে কান্নার কোনো দরকারই নেই । কিন্তু যখন ড্রামাকে জানবে তবেই এমনটা বলতে পারবে । এখন তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে আমরা এই পুরানো শরীর ছেড়ে আমাদের নির্বাণধামে যাব । এই নলেজও তোমরা এখানেই পেয়েছ, অতএব বড় বড় স্কুল, কলেজে এসে তাবড় তাবড় ব্যক্তিদের এই নলেজ দাও । তো ভারতে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীর রাজত্ব ছিল, যা এখন নেই । পুনরায় আবার হবে ।এটা হল অনাদি ওয়ার্ল্ড ড্রামা এর নলেজ বাচ্চাদের অবশ্যই থাকা উচিত । এই নলেজ থাকলে ভারত স্বর্গ হয়ে যাবে । এখন এই নলেজ না থাকার কারণেই ভারত কাঙাল হয়ে গেছে । আবার এই নলেজের দ্বারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করে । তাহলে বাচ্চারাও এই নলেজ নিয়ে হেভেনের

উপযুক্ত হয়ে উঠুক না কেন । তোমরাও হও । কাউকেই ছাড়া উচিত নয় । বাবা সার্ভিসের জন্য অনেক প্রকারের যুক্তি বলে দেন ।করতে তো বাচ্চাদেরকেই হবে । বাবা তো যাবেন না ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার: -

১) নিজ স্বধর্মে স্থিত হয়ে সাইলেন্সের অভ্যাস করতে হবে, কেননা এখন হল বাণীর ঊর্ধ্বে নির্বাণধামে যাওয়ার সময় ।

২) তোমরা হলে সুখ দাতার সন্তান ।তাই সকলকে সুখ দিতে হবে ।সত্যিকারের ফুল হয়ে উঠতে হবে । কাঁটাকে ফুল বানাবার সেবা করতে হবে ।

বরদান : - প্রতিদিনের মুরলীর উপাদানের দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করতে সক্ষম পাশ উইথ অনার (সসম্মানে উত্তীর্ণ) ভব

প্রতিদিনকার মুরলী হল মনকে ব্যস্ত রাখবার উপকরণ, মুরলীর যে কোনো পয়েন্টের উপরে মনন করতে থাকলে, মন ব্যস্তও থাকবে আর ব্যর্থও স্বাভাবিক ভাবেই সমাপ্ত হয়ে যাবে । মনকে মনসা - বাচা এবং কর্মণা সেবায় এতটাই ব্যস্ত করে দাও যাতে ব্যর্থ সংকল্প আসতেই পারবে না । তবেই ফাইনাল পেপারে সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারবে ।যদি ব্যর্থ সংকল্পে চলবার অভ্যাস থাকলে সময়

স্লোগানঃ - প্ল্যানকে (পরিকল্পনা) প্র্যাকটিকেলে আনবার জন্য বালক এবং মালিক ভাবের ব্যালেন্স রাখ ।